সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৬১
WEEKLY BOOKLET:361

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়ানের লিখিত পুষ্পধারা

প্রিয় নবীর প্রিয় বংশধর

প্রিয় নবীর প্রিয় শাহজাদীগণ ০২
প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিচ্ছবি ০৬
প্রিয় নবী ﷺ এর প্রিয় নাতি-নাতনি ০৭
রাসুলে আকরামের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ শাহজাদী ২১

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

প্রিয় নবীর প্রিয় বংশধর(১)

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই **"প্রিয় নবীর প্রিয় বংশধর"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে কিয়ামতের দিন সৈয়দদের নানাজান, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত নসীব করে জান্নাতুল ফেরদাউসে আপন প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব নসীব করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নবী করিম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হযরত আলীকে উপদেশ

নবী করিম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: يَا عَلِيُّ! اِحْفَظْ عَنِّيْ خَصْلَتَيْنِ أَتَانِيْ بِهِمَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ بِالسَّحَرِ، وَالْاِسْتِغْفَارَ بِالْمَغْرِبِ অনুবাদ: হে আলী! আমার থেকে দুটি অভ্যাস মনে রেখো, যা জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন: ১. সেহেরীর সময় আমার উপর অধিকহারে দরুদ পাঠ করো ২. মাগরিবের সময় ইস্তিগফার করো। **(আল কুরবাতু ইলা রাব্বিল আ'লামিন, পৃষ্ঠা ৯০)**

---

১. আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মুহাররাম শরীফ ১৪৪৪ হিজরীতে অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারার পূর্বে প্রতিদিন বয়ান করতেন, এর মধ্য থেকে সংক্ষিপ্ত তিনটি বয়ানের সমষ্টি এই "প্রিয় নবীর প্রিয় বংশধর"।

www.dawateislami.net

নাম হযরত পে লাখ বার দরুদ
বে আদদ অউর বে শুমার দরুদ
জু মুহিব্বে নবী হে এ্যয় কাফী
চাহিয়ে উস কো বার বার দরুদ

(দিওয়ানে কাফি, পৃষ্ঠা ২৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবীর প্রিয় শাহজাদীগণ

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আমাদের এখানে সাধারণত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একজন শাহজাদী, জান্নাতের মহিলাদের সর্দার, সায়্যিদা ফাতিমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর কল্যাণময় আলোচনা হয়ে থাকে, অবশ্যই হওয়া উচিত, কেননা তিনি আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মাদ আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদরের শাহজাদী ছিলেন। কিন্তু আরো তিনজন শাহজাদীও রয়েছেন, যাঁরা আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিজের কন্যা। তাঁদের মুবারক নাম হল: হযরত বিবি যায়নাব, হযরত বিবি রুকাইয়া এবং হযরত বিবি উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ । আল্লাহ করুক! এই চারজন শাহজাদীর নাম যেন আমাদের মুখস্থ হয়ে যায়। আসুন! এবার এই চারজন শাহজাদীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি।

প্রথম শাহজাদী

আমাদের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে বড় শাহজাদী হলেন হযরত বিবি যায়নাব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا (যেই বিবি যায়নাব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কারবালায় ছিলেন তিনি ছিলেন ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বোন আর ইনি হলেন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদী)। হযরত বিবি যায়নাব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় অনেক পরীক্ষা

www.dawateislami.net

ও কষ্টের সম্মুখীন হন, যার কারণে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ করেন: هِيَ اَفْضَلُ بَنَاتِيْ اُصِيْبَتْ فِيَّ অর্থাৎ সে আমার কন্যাদের মধ্যে (এই ভিত্তিতে) অধিকতর সম্মানিত যে, আমার দিকে হিজরত করার সময় এতো বেশি কষ্ট সহ্য করেছে।

(শরহুয যুরকানি আলাল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া, ৪/৩১৮। মুসতাদরাক, ২/৫৬৫, হাদীস: ২৮৬৬)

যখন হযরত বিবি যায়নাব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ওফাত শরীফ হয়, তখন আল্লাহর প্রিয় ও শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর কাফনের জন্য নিজের তেহবন্দ শরীফ প্রদান করেন এবং নিজের বরকতময় হাতে তাঁকে কবরস্থ করেন। **(শরহুয যুরকানি আলাল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া, ৪/৩১৮। বুখারী, ১/৪২৫, হাদীস: ১২৫৩)** আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দ্বিতীয় শাহজাদী

নবুয়তের ঘোষণার সাত বছর পূর্বে যখন আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বয়স ৩৩ বছর (Thirty three years) ছিল, তখন হযরত বিবি রুকাইয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা, হযরত উসমানে গনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সম্মানিতা স্ত্রী (wife) ছিলেন। **(মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ১/৩৯২, ৩৯৩)**

বদরের যুদ্ধের সময় বিবি রুকাইয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا গুরুতর অসুস্থ ছিলেন, যার কারণে আল্লাহর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত উসমানে গনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে তার সেবায় থাকার নির্দেশ দেন এবং তিনি থেকে যান। যেহেতু প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মালিকুল আহকামও (অর্থাৎ শরীয়তের বিধি বিধানের মালিক) তাই তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত উসমানে গনি

www.dawateislami.net

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সমান সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করেন এবং গণিমতের সম্পদও প্রদান করেন। যখন মুসলমানদের বিজয়ের খবর মদীনায় পৌঁছায়, তখনই হযরত বিবি রুকাইয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ওফাত শরীফ হয়।

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় শাহজাদী হযরত বিবি রুকাইয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا যখন ওফাত লাভ করেন, তখন হযরত উসমানে গনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক কেঁদেছেন। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞেস করলেন: উসমান কেন কাঁদছো? আরয করলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি হুযুরের صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জামাতা হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। একথা শুনে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমাকে জিব্রাইল আমিন আরয করেছেন, আল্লাহ পাকের আদেশ হল, আমি যেনো আমার দ্বিতীয় শাহজাদী 'উম্মে কুলসুম' এর সাথে তোমার বিবাহ সম্পন্ন করি, তবে শর্ত হলো সেই একই মোহর হবে, যা রুকাইয়ার ছিল এবং তুমি তাঁর সাথে তেমনই আচরণ করবে যা রুকাইয়ার সাথে করেছো। অতএব হযরত উম্মে কুলসুম (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) এর বিবাহ হযরত উসমানে গনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে হয়ে গেলো। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যার বিবাহ বন্ধনে নবীর দুজন কন্যা ছিলেন। এটি হযরত উসমানে গনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বিশেষত্ব ছিলো এবং এই কারণেই তিনি যুননুরাইন (অর্থাৎ দুই নূরওয়ালা) উপাধী লাভ করেছেন। **(মিরকাত, ১০/৪৪৫, হাদীস: ৬০৮০। মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪০৫)** আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন:

নূর কি সরকার সে পায়া দো শালা নূর কা
হো মুবারক তুম কো যুননুরাইন জোড়া নূর কা

(হাদায়িকে বখশীশ, পৃষ্ঠা ২৪৬)

www.dawateislami.net

অর্থাৎ হে দুই নূরওয়ালা প্রিয় উসমানে গনি! আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন, আপনি নূরওয়ালা নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে নূরের দু'টি চাদর (অর্থাৎ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'জন শাহজাদী তাঁর বিবাহ বন্ধনে) গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তৃতীয় শাহজাদী

আমাদের প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তৃতীয় শাহজাদী হলেন হযরত বিবি উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তাঁর উপনাম নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরত বিবি উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ৯ম হিজরীতে ওফাত লাভ করেন এবং আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

(শরহুয যুরকানি আলাল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া, ৪/৩২৫, ৩২৭)

চতুর্থ শাহজাদী

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে ছোট কিন্তু সবচেয়ে প্রিয় ও আদরের শাহজাদী হলেন হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا। তাঁর নাম মুবারক "ফাতেমা" আর "যাহরা" ও "বাতুল" তাঁর উপাধি। হাদীসে পাকে রয়েছে: (আমার কন্যা) এর নাম ফাতেমা এই কারণে রাখা হয়েছে, কেননা আল্লাহ পাক তাঁকে এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষনকারীদের দোযখ থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

(সিরাতে মোস্তফা, পৃষ্ঠা ৬৯৭। কানযুল উম্মাল, ৬/৫০, হাদীস ৩৪২২২)

www.dawateislami.net

সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত, হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর শরীর মুবারক থেকে জান্নাতের সুগন্ধি আসত, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই ঘ্রাণ নিতেন। এজন্য তাঁর উপাধি "যাহরা" হয়েছে।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪৫৩। আল মাবসুত লিল সারাখসী, ১০/১৫৫)

বাতুল ও ফাতেমা, যাহরা লকব ইস ওয়াস্তে পায়া
কেহ দুনিয়া মে রাহে অউর দেয় পাতা জান্নাত কি নিগহত কা

(দিওয়ানে সালিক, পৃষ্ঠা ৯০)

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِّنِّیْ فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِیْ" অর্থাৎ ফাতেমা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) আমার অংশ, যে তাঁকে অসন্তুষ্ট করলো, সে আমাকে অসন্তুষ্ট করলো।" অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: "یُرِیْبُنِیْ مَا اَرَابَهَا وَیُؤْذِیْنِیْ مَا اٰذَاهَا" অর্থাৎ যে বিষয় তাঁকে পেরেশান করে তা আমাকে পেরেশান করে এবং যে তাঁকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়।" **(মুসলিম, পৃষ্ঠা ১০২১, হাদীস: ৬৩০৭)**

সায়্যিদা, যাহরা, তায়্যিবা, তাহেরা
জানে আহমদ কি রাহাত পে লাখো সালাম

(হাদায়িকে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৩০৯)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❁❁❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিচ্ছবি

মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান, হযরত বিবি আয়েশা, সিদ্দিকা, তায়্যিবা, তাহেরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আমি চাল-চলন, আকার-আকৃতি এবং কথাবার্তায় বিবি ফাতেমার চেয়ে বেশি কাউকে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

এর সাথে সাদৃশ্য দেখিনি আর যখন হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হতেন, তখন প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁর হাত ধরে চুমু দিতেন এবং নিজের জায়গায় বসাতেন এবং যখন প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বিবি ফাতেমার নিকট তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন তিনিও রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মানের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন আর প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক হাত ধরে চুমু খেতেন এবং নিজের জায়গায় বসাতেন। **(আবু দাউদ, ৪/৪৫৪, হাদীস ৫২১৭)** আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। আমিন

রাসূলুল্লাহ কি জিতী জাগতি তাসবির কো দেখা
কিয়া নাযারা জিন আঁখো নে তাফসিরে নবুয়ত কা

(দিওয়ানে সালিক, পৃষ্ঠা ৯০)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❁❁❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় নাতি-নাতনি

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কয়েকজন নাতি-নাতনি ছিলেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ হলেন হাসানাইন কারীমাইন (অর্থাৎ ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا)। হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর এই বাণী "عِنۡدَ ذِکۡرِ الصَّالِحِیۡنَ تَنۡزِلُ الرَّحۡمَۃُ" অর্থাৎ নেককার লোকদের আলোচনার সময় রহমত অবতীর্ণ হয়।" **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৫, সংখ্যা: ১০৭৫০)** অনুযায়ী আল্লাহ পাকের রহমত লাভ এবং নিজের জ্ঞান

www.dawateislami.net

বৃদ্ধির জন্য প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতি ও নাতনিদের আলোচনা পড়ুন।

সবচেয়ে বড় রাসূলের নাতি

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে বড় শাহজাদী হযরত বিবি যায়নাব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর একজন মেয়ে ও একজন ছেলে ছিল। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই নাতির নাম ছিল "আলী"। এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি তাঁর আম্মাজানের জীবদ্দশাতেই কৈশোর অবস্থায় ইন্তিকাল করেন, কিন্তু ইবনে আসাকিরের বর্ণনা হলো যে, বংশধারা বর্ণনাকারী কিছু কিছু ওলামা এটা উল্লেখ করেন যে, তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। **(তাবাকাতে কুবরা, ৮/২৫। শরহুয যুরকানি, ৪/৩২১। সীরাতে মোস্তফা, পৃষ্ঠা ৬৯৩)** আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সবচেয়ে বড় নাতনি

হযরত বিবি যায়নাব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর মেয়ের নাম ছিল "উমামা"। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার সবচেয়ে বড় নাতনি হযরত বিবি উমামা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে খুব ভালোবাসতেন। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে মুবারক কাঁধে বসিয়ে মসজিদে নববীতে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। বর্ণনায় রয়েছে: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ খেদমতে একবার হাবশা শরীফের বাদশাহ নাজ্জাশী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উপহার স্বরূপ একটি পোষাক পাঠালেন, যার সাথে সোনার একটি আংটিও ছিলো, এর পাথর ছিলো

www.dawateislami.net

হাবশী। আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আংটি হযরত বিবি উমামা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে প্রদান করলেন।

(সিরাতে মোস্তফা, পৃষ্ঠা ৬৯৩। ইবনে মাজাহ, ১৭৭, হাদীস ৩৬৪৪)

সোনার সুন্দর হার

অনুরূপভাবে একবার কেউ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে একটি খুব সুন্দর সোনার হার উপহার দিল, যার সৌন্দর্য দেখে সমস্ত আযওয়াজে মুতাহহারাত[১] رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ আশ্চার্য হয়ে গিয়েছিলেন। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর পবিত্র বিবিদের ইরশাদ করলেন যে, এই হার তাঁকেই দিবো যে আমার পরিবারে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। সমস্ত উম্মাহাতুল মু'মিনীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ মনে করেছিলেন যে, নিশ্চয় এই হার এখন হযরত বিবি আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে দেওয়া হবে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত বিবি উমামা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে কাছে ডাকলেন এবং নিজের প্রিয় নাতনির গলায় আপন মুবারক হাতে এই হার পরিয়ে দিলেন।

(শরহুয যুরকানি আলাল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া, ৪/৩২১। মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯/৩৯৯, হাদীস: ২৪৭৫৮)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

---

১. "আযওয়াজ" শব্দটি "যৌজা" (অর্থাৎ স্ত্রী) এর বহুবচন। "মুতাহহারাত" শব্দটি "মুতাহারা" এর বহুবচন, যার অর্থ পবিত্র। অর্থাৎ এর অর্থ হলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বিবিগণ। তাছাড়া "আযওয়াজ মুতাহহারাত"কে উম্মাহাতুল মুমিনিনও বলা হয়, "উম্মাহাত" শব্দটি "উম্মুন" এর বহুবচন, যার অর্থ "মা"। সুতরাং, "উম্মাহাতুল মুমিনীন" এর অর্থ হলো "মুমিনদের মায়েরা।"

www.dawateislami.net

খাতুনে জান্নাতের ওসিয়ত

হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا তাঁর ওফাতের পূর্বে মওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে দু'টি ওসিয়ত করেছিলেন: ১. আমার মৃত্যুর পর আমার ভাগনি উমামাকে বিবাহ করবেন। (মারিফাতুস সাহাবাতি লিআবি নুয়াঈম, ৫/১৯২) ২. আমি যখন দুনিয়া থেকে চলে যাবো তখন আমাকে রাতে দাফন করবেন, যাতে আমার জানাযার উপর নামাহরামের দৃষ্টি না পড়ে।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৯/৩০৭, তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া, পৃষ্ঠা ২৮১)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

سُبۡحٰنَ الله! সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত, শাহজাদীয়ে কাওনাইন বিবি ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর পর্দার কী শান! তিনি কতইনা পর্দানশীন ছিলেন, কেউ খুবই সুন্দর বলেছেন:

চু যেহরা বাশ আয মাখলুক রু পুশ
কেহ্ দার আ'গৌশ শাব্বিরে বা বীনি

(অর্থাৎ হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর মতো পর্দানশীন ও পরহেজগার হও, যেনো তোমার কোলে হযরত ইমাম হোসাইন, শহীদে কারবালা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর মতো সন্তান দেখো।)

অর্থাৎ মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, পর্দা করো এবং পরহেযগার হও। রাস্তা-ঘাটে অহেতুক ঘোরাঘুরি করো না। শপিং সেন্টারগুলোর শোভা বর্ধন করো না। বিয়ে-শাদিতে সেজেগুজে নিজেকে প্রদর্শন করো না, বরং তাকওয়া অবলম্বন করো, পর্দানশীন হও, যাতে তুমি তোমার কোলে ইমাম হোসাইনের ফয়েয দেখতে পাও এবং নেককার

www.dawateislami.net

সন্তান পাও। বর্তমানে মহিলাদের যেই অবস্থা اَسْتَغْفِرُ الله। খুবই শোচনীয় অবস্থা। অতঃপর সন্তানরাও যে অবাধ্য হচ্ছে, তাও সবাই দেখছে, আল্লাহ পাক আমাদের অবস্থার প্রতি দয়া করুন। আল্লাহ করুক যেনো আমাদের সমাজ সঠিক পথে পরিচালিত হয়ে যায়। আমীন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলের নাতি হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

হাসনাইনের নানা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বিতীয় শাহজাদী হযরত বিবি রুকাইয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর গর্ভে মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানে গনি, যুননুরাঈন, জামেউল কুরআন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর একজন সন্তান জন্ম নিয়েছিলো, যাঁর নাম ছিলো "আব্দুল্লাহ"। তিনি তাঁর আম্মাজানের পর ৪র্থ হিজরীতে ছয় বছর বয়সে ওফাত লাভ করেন। **(শরহুয যুরকানি আলাল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া, ৪/৩২৩)** আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তৃতীয় শাহজাদী হযরত উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর সাথে হযরত উসমানে গনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের কোন সন্তান হয়নি।

(শরহুয যুরকানি আলাল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া, ৪/৩২৩)

যেই সকল ইসলামী বোনদের সন্তান হয়নি, এতে তাঁদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যে, যদি সন্তান না হয় তবে বিবি উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে স্মরণ করে নিন যে, সন্তান তো তাঁরও ছিলো না কিন্তু তিনি তো নিঃসন্দেহে

www.dawateislami.net

ধৈর্যধারণ করেছিলেন, তাঁর পরিবার তো ধৈর্যশীলদের পরিবার, তাঁদের পরিবারে ধৈর্য এমন ছিলো যে, পুরো বিশ্বজগতে এই পরিবার থেকেই ধৈর্য বন্টন হয়েছে, আল্লাহ আমাদেরও তাঁদের ধৈর্যের সদকায় ধৈর্যধারনের দৌলত নসীব করো, যাতে আমাদের অভিযোগ অনুযোগ সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পবিত্র সন্তানগণ

প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে ছোট ও আদরের শাহজাদী হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর তিনজন শাহজাদা: ১. হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, ২. হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং ৩. হযরত মুহাস্সিন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং তিনজন শাহজাদী: ১. হযরত সায়্যিদা বিবি যায়নাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ২. হযরত বিবি রুকাইয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ৩. হযরত বিবি উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ছিলেন। **(শানে খাতুনে জান্নাত, পৃষ্ঠা ২৫৬-২৬৩। আজমাল তরজামায়ে আকমাল, পৃষ্ঠা ৭২)**

হযরত সায়্যিদুনা মুহাস্সিন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং শাহজাদী হযরত বিবি রুকাইয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ইন্তিকাল শরীফ তো শৈশবেই হয়ে গিয়েছিলো, তাই ইতিহাস ও জীবনীর কিতাবে তাঁদের আলোচনা খুবই কম পাওয়া যায়।

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক বংশ যেই মুবারক মনিষীদের মাধ্যমে চলেছে, সেই হযরত হাসানাঈন করীমাঈনের কিছু ফযিলত পাঠ করুন:

www.dawateislami.net

জান্নাতের দু'টি ফুল

১. আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হাসান ও হোসাইন (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) দুনিয়ায় আমার দু'টি ফুল।

(বুখারী, ২/৫৪৭, হাদীস: ৩৭৫৩)

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণীর উদ্দেশ্য হলো যে, হযরত হাসান ও হোসাইন (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) দুনিয়ায় জান্নাতের ফুল, যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে। তাঁদের শরীর থেকে জান্নাতের সুগন্ধ আসে, তাই প্রিয় নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁদের ঘ্রাণ নিতেন এবং হযরত আলী (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) কে ইরশাদ করতেন: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا رَيْحَانَتَيْنِ" অর্থাৎ হে দুই ফুলের পিতা! তোমাকে সালাম। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪৬২)**

আরেক হাদীসে পাকের আলোকে মুফতি সাহেব লিখেন: যেমন বাগানের মালিকের পুরো বাগানের ফুল প্রিয় হয়ে থাকে, তেমনি দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত কিছুর মধ্যে আমার নিকট হযরত হাসানাঈন করীমাঈন (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) প্রিয়। সন্তানকে ফুলই বলা হয়, সকল নাতি নাতনির মধ্যে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই দুই নাতি খুবই প্রিয় ছিলো।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪৭৫)

আমার আক্বা আলা হযরত প্রিয় নবীর দরবারে আরয করছেন:

উন দো কা সদকা জিন কো কাহা মেরে ফুল হে
কিজিয়ে রযা কো হাশর মে খান্দাঁ মেসালে গুল

(হাদায়িকে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৭৭)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: হে আমার প্রিয় আক্বা! আপনার যেই দুই প্রিয় নাতি (হাসান ও হুসাইন) কে আপনি আপনার ফুল বলেছেন, তাঁদের

www.dawateislami.net

সদকায় হাশরের দিনে আহমদ রযাকে সকল দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি দিয়ে ফুলের মত হাসিখুশি করে দিন।

হায়! এই আবেদন যেনো আমাদের পক্ষেও কবুল হয়ে যায়

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২. নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এই দু'জন আমার মেয়ের ছেলে, আল্লাহ আমি এই দুজনকে ভালোবাসি, তুমিও তাঁদেরকে ভালোবাসো এবং যারা তাঁদেরকে ভালোবাসে তাদেরকেও ভালোবাসো।

(তিরমিযী, ৫/৪২৭, হাদীস: ৩৭৯৪)

হে আল্লাহ পাক! আমরা তোমার মাহবুবের এই দু'জন নাতি "হাসান ও হুসাইন"কে ভালোবাসি, তুমিও আমাদেরকে ভালোবাসো এবং আমাদেরকে তাঁদের ভালোবাসায় সত্যবাদী করে দাও।

এই হাদীসে পাকের আলোকে "মিরআতুল মানাজীহতে" রয়েছে: অর্থাৎ এরা হুকুমগতভাবে আমার পুত্র এবং প্রকৃতপক্ষে আমার মেয়ের পুত্র, আমার তাদের প্রতি সন্তানের মতো ভালোবাসা রয়েছে। মনে রাখবেন যে, হযরত (বিবি) ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর এই বিশেষত্ব রয়েছে যে, তাঁর সন্তানেরা হলেন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশধর, তাঁদের মাধ্যমেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশ চলেছে। মূলত হাসান ও হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا হলেন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশধর ও এবং বংশের মূল। অন্যথায় বংশ পিতার দিক থেকে নির্ধারিত হয়, মায়ের দিক থেকে নয়। তবে ফযিলত এবং গৌরব মায়ের দিক থেকেও হয়ে যায়। "আল" শব্দটি উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় পুত্রের সন্তানদের জন্যও এবং মেয়ের সন্তানদের জন্যও। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪৭৬)**

www.dawateislami.net

হে রুতবা ইস লিয়ে কাওনাইন মে আসমত কা ইফফাত কা
শরফ হাসিল হে ইন কো দামানে যাহরা সে নিসবত কা
ইনহি কে মাহে পারে দো জাহান কে লাজ ওয়ালে হে
ইয়ে হি হে মাজমায়ে বাহরাইন সর চশমা হেদায়াত কা

(দিওয়ানে সালিক, পৃষ্ঠা ৮৯)

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসের এই অংশটি "আল্লাহ আমি এ দু'জনকে ভালোবাসি, তুমিও তাঁদেরকে ভালোবাসো এবং যারা তাঁদের ভালোবাসে তাদেরকেও ভালোবাসো" এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: এই দোয়ার মূল উদ্দেশ্য (সেখানে উপস্থিত) হযরত সায়্যিদুনা উসামা (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) কে শুনানো এবং বোঝানো ছিলো যে, উসামা! আমার হাসান ও হুসাইনকে ভালোবাসো, কারণ তাঁদের ভালোবাসা আল্লাহ পাকের প্রিয় হওয়ার মাধ্যম। মনে রাখবেন যে, আন্তরিক ভালোবাসা বিদ্যুতের কারেন্টের মতো একটি সংক্রামক জিনিস, যার প্রতি ভালোবাসা হয়, তার সন্তান, পরিবার, চাকর-চাকরাণী এমনকি তার শহরের প্রতিও ভালোবাসা হয়ে যায়। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪৭৬)**

সায়্যিদা যাহেরা তায়্যিবা তাহেরা
জানে আহমদ কি রাহাত পে লাখো সালাম
হাসান মুজতাবা সায়্যিদুল আসখিয়া
রাকিবে দোশে ইযযত পে লাখো সালাম
উস শাহীদে বালা শাহে গোলগুঁ ক্বাবা
বেকাসে দাশতে গুরবত পে লাখো সালাম

(হাদায়িক বখশীশ, পৃষ্ঠা ৩১০, ৩০৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

৩. নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ অর্থাৎ হাসান ও হুসাইন (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) জান্নাতী যুবকদের সর্দার। **(তিরমিযী, ৫/৪২৬, হাদীস: ৩৭৯৩)**

হাসানাঈন করীমাঈনের আহ্লাদ

সাহাবীয়ে রাসূল, হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, একদিন আমি প্রিয় মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেছনে ইশার নামায আদায় করছিলাম, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন সিজদা করলেন তখন ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا তাঁর পিঠ মুবারকে চড়ে বসলেন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাঁদেরকে কোমলভাবে ধরে মাটিতে বসিয়ে দিলেন, দ্বিতীয়বার সিজদা করলেন তখন উভয় শাহজাদা আবারো এমনই করলেন, এভাবেই হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায শেষ করলেন, অতঃপর উভয়কে তাঁর মুবারক রানের ওপর বসিয়ে নিলেন। **(মুসনাদ ইমাম আহমদ, ৩/৫৯২, হাদীস: ১০৬৬৪)**

আত্তার কো বুলা কে মদীনে মে দো বকী'
"দু ফুলো" কে তুফাইল হোঁ পুরে সুওয়াল দো

কালামে আত্তারের ব্যাখ্যা: এখানে দুটি প্রার্থনার উল্লেখ রয়েছে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আত্তারকে মদীনায় ডেকে নিন এবং ডেকে নিয়ে জান্নাতুল বকীতে দাফন দান করুন, তো এভাবে **"দু ফুলো" কে তুফাইল হোঁ পুরে সুওয়াল দো**" অর্থাৎ এই দুই ফুলের সদকায় আমার এই দুইটি প্রার্থনা পূরণ করে দিন, মদীনায়ও ডেকে নিন এবং ডেকে নিয়ে নিজের পাশে জান্নাতুল বকীতে রেখে দিন।

www.dawateislami.net

৪. প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করা হলো যে, আহলে বাইতের মধ্যে আপনার বেশি প্রিয় কে? ইরশাদ করলেন: হাসান ও হুসাইন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (হযরত বিবি) ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে ইরশাদ করতেন যে, আমার কাছে আমার সন্তানদের নিয়ে আসো, অতঃপর তাঁদের ঘ্রাণ নিতেন এবং বুকে জড়িয়ে ধরতেন।

(তিরমিযী, ৫/৪২৮, হাদীস: ৩৭৯৩)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেন তাঁদের ঘ্রাণ নিবেন না, তাঁরা উভয়ে তো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ ফুল ছিল, ফুলের ঘ্রাণই নেয়া হয়। তাদেরকে বুকের সাথে জড়িয়ে নেয়া চরম ভালোবাসা ও প্রীতির প্রকাশ। এ থেকে জানা যায় যে, ছোট শিশুদের ঘ্রাণ নেয়া, তাদের ভালোবাসা, তাদের বুকে জড়িয়ে ধরা সুন্নাতে রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪৭৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনে করীমের পর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীসে মুবারাকার কিতাব 'সিহাহ সিত্তা' অর্থাৎ ছয়টি বিশুদ্ধ কিতাব বলা হয়। যার মধ্যে একটি কিতাব হলো 'তিরমিযী শরীফ'। এতে রয়েছে যে, ওলীদের শাহানশাহ, হযরত মওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হাসান (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) এর আকৃতি মুবারক মাথা থেকে বুক পর্যন্ত নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সাদৃশ্য ছিল এবং হুসাইন (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) এর বুক থেকে মুবারক পায়ের নখ পর্যন্ত মিল ছিল।

(তিরমিযী, ৫/৪৩০, হাদীস: ৩৮০৪)

ইমামে ইশক ও মুহাব্বত, আযিমে আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর পংক্তি লিখেছেন, যেমনটি তিনি বলেন:

www.dawateislami.net

মা'দুম না থা ছায়া শাহে সাকালাইন
ইস নূর কি জ্বলওয়া গাহ থি যাতে হাসানাইন
তামসিল নে ইস ছায়া কে দো হিচ্ছে কিয়ে
আধে সে হাসান বনে হে আধে সে হুসাইন

(হাদায়িকে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৪৪৪)

পংক্তিটির ব্যাখ্যা: এমনিতে তো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক ছায়া সূর্যের আলো ও চাঁদের আলোতে মাটিতে পড়তো না, কিন্তু যখন তাঁর বরকতের ছায়া হাসানাইন করীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর উপর পড়ল, তখন মাথা মুবারক থেকে বুক মুবারক পর্যন্ত ইমাম হাসান এবং সেখান থেকে কদম শরীফ পর্যন্ত ইমা হুসাইন এর মতো হয়ে গেল।

কাসিদায়ে নূরে ইমামে আহলে সুন্নাত লিখেন:

এক সীনে তাক মুশাবা এক ওয়াহা সে পাও তাক
হুসনে সিবতাইন উন কে জামোঁ মে হে নিইমা নূর কা
সাফ শকলে পাক হে দোনো কে মিলনে সে ইয়াঁ
খত তাওয়াম মে লিখা হে ইয়ে দো ওয়ারকা নূর কা

(হাদায়িক বখশীশ, পৃষ্ঠা ২৪৯)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মাথা থেকে বক্ষ পর্যন্ত আর শহীদে কারবালা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বক্ষ থেকে পা পর্যন্ত তাঁদের নানাজান রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সাদৃশ্য ছিলো। যেভাবে খতে তাওয়াম[১] এর

১. খতে তাওয়াম: এক ধরনের বিশেষ লিখনীকে বোঝানো হয়, যাতে একটি কাগজকে দুই টুকরো করে, বিষয়বস্তুকে এই উভয় টুকরোতে এমনভাবে বন্টন করা হয় যে, উভয় অংশকে মিলানো ব্যতীত মূল বিষয়বস্তু বোঝা যায় না।
(ফন্নে শায়েরি অউর হাস্সানুল হিন্দ, পৃষ্ঠা ১৭৮)

www.dawateislami.net

দুই টুকরোকে মিলালে এর বিষয়বস্তু স্পষ্ট হয়ে যায়, তেমনি হাসানাইন করীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর এক সাথে যিয়ারত করাতে প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী রূপ দেখা যেতো।

আ'লা হযরত, সত্যিই আ'লা হযরত ছিলেন, যখন কলম ধরতেন, তখন নদী প্রবাহিত করে দিতেন, এমন শব্দ ব্যবহার করতেন, হয়তো অভিধানের শব্দগুলি আ'লা হযরতকে মিনতি করতো, হাত জোড় করে বলতো, আমাদেরও মাঝে মাঝে আপনার লিখিত পংক্তিতে স্থান দিন না। আপনার কিছু যাবে আসবে না, আমাদের ঈদ হয়ে যাবে এবং প্রিয় নবীর নাতখারা আমাদেরকে তাদের মুখে উচ্চারণ করতে থাকবে।

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: খেয়াল রাখবেন যে, হযরত (বিবি) ফাতেমা যাহরা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) আপাদমস্তক অর্থাৎ মাথা থেকে পা মুবারক পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুরূপ ছিলেন এবং তাঁর পুত্রদের মধ্যে এই সাদৃশ্য বন্টন করে দেয়া হয়েছিল। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪৮০)**

রাসূলুল্লাহ কি জীতি জাগতি তাসবির কো দেখা
কিয়া নাযারা জিন আঁখো নে তাফসীরে নবুয়ত কা

(দিওয়ানে সালিক, পৃষ্ঠা ৯০)

ভালোর সাদৃশ্য

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত: প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে প্রাকৃতিক সাদৃশ্য তো নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের একটি বড় নেয়ামত, যারা তাদের কোন আমলকে প্রিয় নবী (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর মতো করে দেয় তবে তাদের ক্ষমা হয়ে যায়। তাই যাকে আল্লাহ পাক তাঁর

www.dawateislami.net

মাহবুব (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মতো করে দেন তাঁর প্রেমের কি অবস্থা হবে। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪৮০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৬. আল্লাহর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে হাসান ও হুসাইন (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) কে ভালোবাসলো, সে আমাকে ভালোবাসলো এবং যে তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করলো, সে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করলো। **(মুস্তাদরাক, ৪/১৫৬, হাদীস: ৪৮৩০)**

হে আল্লাহ পাক! আমরা হাসানাইন কারিমাইনকে, তাঁদের আম্মাজান বিবি ফাতিমা এবং তাঁদের আব্বাজান হযরত আলীকে, সকল সাহাবা ও আহলে বাইতকে ভালোবাসি। হে আল্লাহ পাক! আমরা তাঁদের আক্বা মুহাম্মদে মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এবং তাঁদের সকলকে সৃষ্টিকারী দয়ালূ আল্লাহ তোমাকেও ভালোবাসি।

খাতুনে জান্নাতের সবচেয়ে বড় শাহজাদী

হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর বড় শাহজাদী হযরত সায়্যিদা বিবি যায়নাব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর উপনাম ছিল "উম্মুল হাসান" এবং কারবালার ঘটনার পর তার উপনাম "উম্মুল মাসায়িব" হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। **(শানে খাতুনে জান্নাত, পৃষ্ঠা ২৬১)** তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন, অনেক ধৈর্য ধরেছেন এবং সমস্যার সামনে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়েছেন। ইনি এমনই ধৈর্যশীলা ছিলেন যে, তাঁর ছোট ছোট শাহজাদা মুহাম্মদ ও আউন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا ও কারবালার ময়দানে তরবারি তুলে নিলেন এবং এজিদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হয়ে গেলেন, অবশেষে শাহাদতের অমীয় সূধা পান করে

www.dawateislami.net

নেন। কারবালায় ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে এবং পুত্রও আল্লাহর পথে কুরবান হয়েছিলেন।

হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর কলিজার টুকরো হযরত বিবি যায়নাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বিবাহ হযরত সায়্যিদুনা জাফর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে দেন। **(উসদুল গাবাহ, ৭/১৪৬)**

হযরত বিবি যায়নাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মুবারক ওসীলায় "ওয়াসায়িলে বখশীশ" এ এভাবে আরয করা হয়েছে:

বাহরে যায়নাব বে হায়ায়ি কা হুযুর
খাতেমা হো খাতেমা ফরিয়াদ হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৫৮৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❁❁❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

খাতুনে জান্নাতের সবচেয়ে ছোট শাহজাদী

হযরত খাতুনে জান্নাত, শাহজাদীয়ে কাওনাইন বিবি ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সবচেয়ে ছোট শাহজাদী হযরত বিবি উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তাঁর বড় বোন হযরত বিবি যায়নাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মত দেখতে ছিলেন। মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত বিবি উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে বিবাহ করেন। তিনি মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান এবং বলেন: হে আলী! আপনি আপনার শাহজাদীর বিবাহ আমার সাথে দিন, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, কাল কিয়ামতের দিন সকল সম্পর্ক এবং আত্মীয়তা শেষ হয়ে যাবে,

www.dawateislami.net

শুধুমাত্র আমার সম্পর্ক এবং আমার আত্মীয়তা ব্যতীত। তো এই মর্যাদা লাভের জন্য সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মাওলা আলীর শাহজাদী বিবি উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করেন এবং মোহর হিসেবে ৪০,০০০ দিরহাম দেন। **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৮/৩৯৮, হাদীস: ১৩৮২৭। আল হাদীসুল মুখতারাহ, ১/১৯৮, হাদীস: ১০২। আল ইস্তিয়াব, ৪/৫০৯। আল ইসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৮/৪৬৫। ফয়যানে ফারুকে আযম, ১/৭৯)**

হে আশিকানে সাহাবা এবং আহলে বাইত! সাহাবায়ে কেরাম এবং পবিত্র আহলে বাইতের পরস্পর অনেক ভালবাসা এবং পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁদের বরকত নসীব করো।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

সাহাবা অউর আহলে বাইত কি দিল মে মুহাব্বত হে
বফয়যানে রযা মে হো গদা ফারুকে আযম কা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৫২৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❁❁❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net